শুকনো ফুলের ঘ্রাণ

জাকির আলম

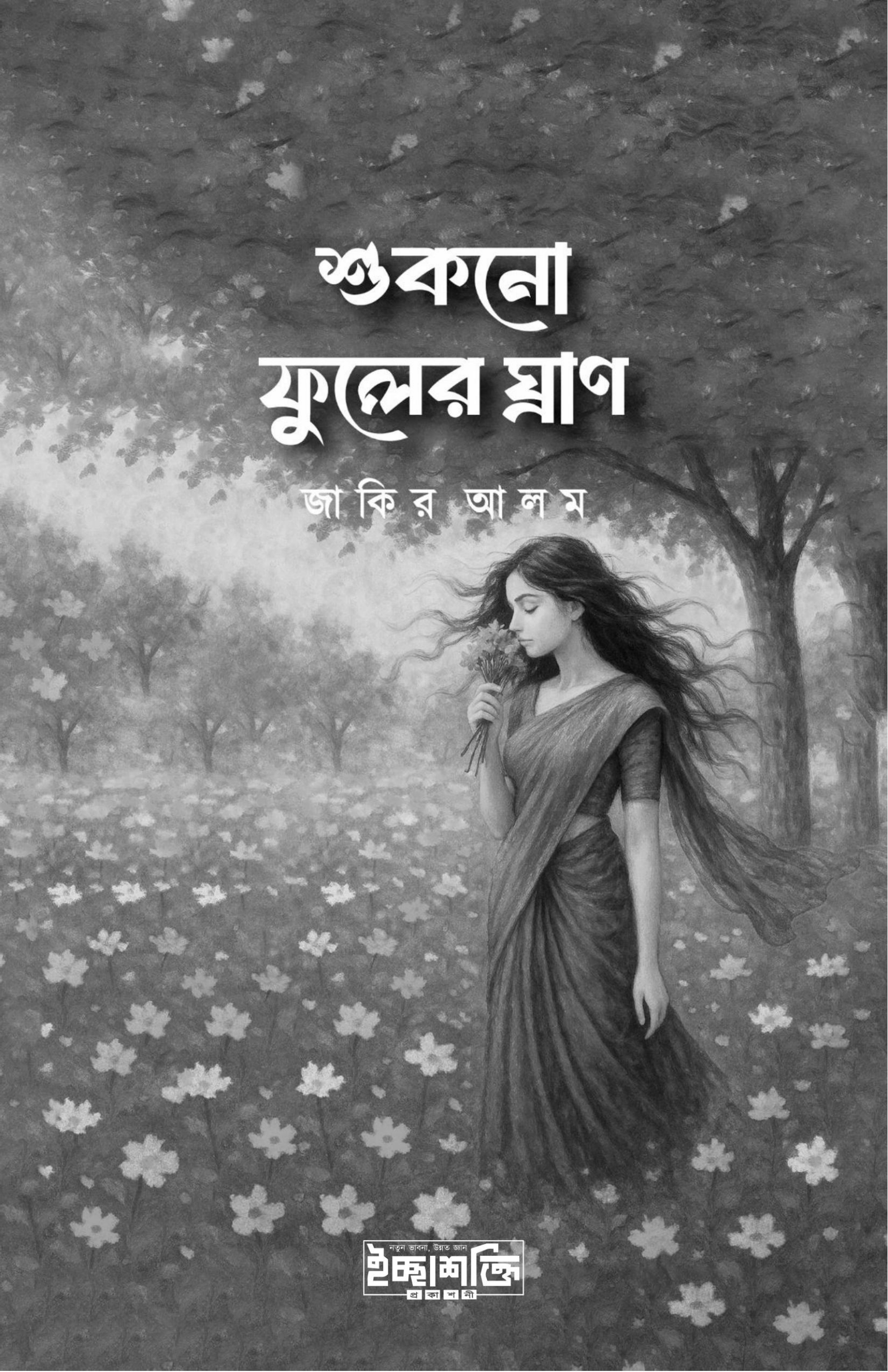

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

উ ৎ স র্গ

আমার মা এবং বাবাকে।
যাঁদের হাত ধরে এই পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছি।
তাঁদের প্রতি আমার আমৃত্যু শুভ কামনা।

ভূ|মি|কা

ভালোবাসা কখনো কখনো শব্দের সীমা অতিক্রম করতে গিয়ে অনুভবের গভীরতায় ডুবে যায়। ‘শুকনো ফুলের ঘ্রাণ’ গল্পগ্রন্থটি তেমন এক প্রেমোপাখ্যান; যেখানে হৃদয়ের ভাষা হয়ে উঠেছে বর্ণনার প্রধান অনুষঙ্গ, অনুভবের কালি দিয়ে আঁকা হয়েছে জীবনের কঠিন বাস্তবতা। এই গল্পগ্রন্থের প্রায় প্রতিটি গল্পে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ও মনের অনুভূতির কথা ব্যক্ত হয়েছে। যা আত্মার মণিকোঠায় গিয়ে সৃষ্টি করে গভীর মর্মবেদনা। বসন্ত এখানে শুধু ঋতু নয়, প্রেমের এক অনির্বচনীয় রূপ। চরিত্রদের অনুভূতির পরতে পরতে লুকিয়ে থাকে জীবনের নানা রং, কষ্ট, আকাঙ্ক্ষা আর মানবিক বোধের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি।

গল্পের প্রেমিক চরিত্রের ভাষা একধরণের ‘লিরিক্যাল প্রেমভাষ্য’, যেখানে বসন্তের পুষ্পময় প্রকৃতি, কোকিলের গান, ফাগুনের বৃষ্টি, কিংবা পূর্ণিমা রাত; সবকিছুই ভালোবাসার প্রতীক হয়ে ওঠে। প্রেম এখানে নিছক এক সম্পর্কের নাম নয়; বরং তা অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু, মানসিক বলয় এবং জীবনবোধের শক্ত উৎস।

‘শুকনো ফুলের ঘ্রাণ’-এর ভাষা কবিতার মতো প্রবাহমান এবং আচ্ছন্নতায় ভরপুর। গভীর প্রেমের স্বীকারোক্তি এবং ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে লেখক যে রকম প্রেমোপাখ্যান নির্মাণ করেছেন, তা একাধারে কল্পনা ও বাস্তবতার অপূর্ব সংমিশ্রণ। প্রেমিকার প্রতি গভীর আবেগ, মান-অভিমান, শরীরজুড়ে প্রেমের জোয়ার। আবার হৃদয়ের গভীর শূন্যতা- সবকিছু মিলিয়ে এই গল্পগ্রন্থে পাঠক খুঁজে পাবে প্রেম এবং জীবনবোধের বহুমাত্রিক রূপ ও অনুভব।

সূ|চি|প|ত্র

নাম	পৃষ্ঠা
তোমার ছোঁয়ায় ফাগুন আসে	৮
ভালোবাসা তবুও হারিয়ে যায়	১৩
তুমি আমার বায়ান্ন তাস	১৭
তোমার আকাশে ঝকঝকে রোদ	২২
নেটওয়ার্কের বাইরে	২৬
যে ভালোবাসার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই	৩০
জলের ঊর্ধ্বমুখী জীবন	৩৫
শুকনো ফুলের ঘ্রাণ	৩৯
এমন একজন তুমি চাই	৪৩
জীবন যেখানে যেমন	৪৭
দূর আকাশের নক্ষত্র	৫২
দণ্ডিত ভালোবাসার সমাধি	৫৮

তোমার ছোঁয়ায় ফাগুন আসে

পরিমিত এবং মমত্ববোধের জায়গা থেকে বসন্তের সমাগমে তোমাকে আমি ভালোবাসি। বসন্ত এলেই ফুলে ফুলে ভরে যায় প্রকৃতির চারপাশ। শিমূল এবং পলাশ ফুলের সৌন্দর্যে মোহিত হয় মানব মন। কোকিলের মিষ্টি গানের সুরে দখিনা শীতল হাওয়া ছুঁয়ে যায় পৃথিবীর অবয়ব। মরা নদীতে জোয়ার আসে বসন্তের আগমন হলেই। পাতা শূন্য গাছগুলো ফিরে পায় তার নতুন সৌন্দর্য। অনুর্বর জমিগুলো উর্বর হয়ে ওঠে ফাগুনের বৃষ্টিতে। চৈতী রোদের পরশ পেলেই তোমাকে কাছে পাওয়ার ব্যাকুলতা ক্রমশ বেড়ে যায়। তোমার এক নিমিষের শূন্যতা বাড়িয়ে দেয় হৃদয়ের হাহাকার। চোখের পাতায় নামে শ্রাবণের বারি বর্ষণ। ঠোঁটে ঠোঁটে আলিঙ্গন না হলে বৃথা লাগে বসন্তের সাজানো সব আয়োজন।

তোমাকে কাছে পেলে ভরা নদীর মতো জোয়ার আসে ক্ষণে ক্ষণে। তুমি চোখ মেলে তাকালেই ফাগুন আসে মনের বাগানে। মনপ্রাণ ছুঁয়ে যায় তোমার নান্দনিক হাসির কলরবে। যে জননীর গর্ভে তুমি জন্ম নিয়েছো তাকে সশ্রদ্ধ সালাম জানাই লক্ষাধিক বার। তোমাকে কাছে না পেলে আমি হাসতে ভুলে যেতাম। ম্লান হতো বেঁচে থাকার ইচ্ছেগুলো। হয়তো অকালেই ঝরে যেতাম প্রকৃতির বুক থেকে। আমার সব পূর্ণতা তোমাকে ঘিরে। তুমি আছো বলেই আমার এত আয়োজন। তুমি আছো বলেই ভালোবাসার আকাশ ছুঁতে পেরেছি। যে ঘরে তুমি জন্ম নিয়েছো সে ঘরে আমি জান্নাতি সুখ খুঁজে পাই। পবিত্র মনে হয় তোমার অপরূপ সৌন্দর্য।

তোমার চোখে চোখ পড়লেই মায়াময় নেশার বাঁধনে সহসাই জড়িয়ে যাই। প্রকৃতির সব সৌন্দর্যে তুমি অপরূপা উর্বশী। তোমাকে ভুলে যাওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া অনক সহজ। যে দিকে তাকাই শুধু তোমার প্রতিচ্ছবি চোখে পড়ে। আমার আকাশের সবটুকু আলো তুমি। তোমার বিহনে সব অন্ধকার দেখি। পূর্ণিমা জোছনার চেয়েও স্বতঃস্ফূর্ত তোমার

দেহের স্বর্গীয় নূর। বিধাতার হাতে গড়া অপূর্ব সুন্দর তুমি। তুমি আছো বলেই কবিতায় এত মুগ্ধতা। পাখির কণ্ঠে এত সুরের মূর্ছনা। কখনো তুমি হারিয়ে গেলে শোকার্ত সাগরে ডুবে যাব আমি। বৃথা হবে মানব জীবন। অংকের দুর্বলতা আরো বেড়ে যাবে। ইংরেজি ভাষা তখন আরো কঠিন মনে হবে। বাংলা ভাষার চেনা অক্ষরে কথা বলতেও হয়তো ভুলে যাব। আমাকে ছেড়ে যাওয়ার মতো এতটা অমানবিক তুমি কোনোদিন হইওনা। মানতে পারবো না তোমাকে ভুলে যাওয়ার দস্তখত।

তোমাকে পেয়েছি বলেই নতুন উদ্যমে বেঁচে থাকার প্রেরণা পাই। তুমিহীন নিষ্প্রাণ আমি। অস্তিত্বহীন আমার মানব জীবন। আমার যাপিত ভয় এবং দুর্বলতা তোমাকে ঘিরে। তোমার অগোচরে কাউকে কল্পনায় আনতে পারিনা। লিখতে পারিনা মানবিক বোধের পঙক্তিমালা। পৃথিবীর সব দুর্ঘটনা আমি রোধ করতে পারি যদি তুমি পাশে থাকো। থামাতে পারি কালবৈশাখী ঝড়ের মাতম। প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি স্থল ভূমি যদি তোমার কাছে থাকার নিশ্চয়তা পাই। যদিও আমি নাস্তিকতায় বিশ্বাসী নই। আমি আস্তিক বলেই আমার ভালোবাসার তীব্রতা এত প্রখর এবং শক্তিশালী। তোমার সাথে বেঁচে থাকাটাই আমার সংগ্রাম। আমার সব অনুভূতির অভিলাষ তুমি। যাপিত বোধের মনস্কাম তুমি। কখনো তোমার লুকোচুরি মানতে পারবো না। আমার রক্তের বিশুদ্ধতা তুমি। কল্পনা এবং শখের মানবী তুমি।

তোমাকে নিয়েই যত ছ্যাবলামি আমার। তোমার হাতে বাসন্তী ছোঁয়া পেলে চেতনায় অনুভূত হয় প্রেমের জাগরণ। তখন তোমাকে আরো কাছে পাওয়ার ব্যাকুলতা জ্যামিতিক হারে বেড়ে যায়। তুমি এক প্রচণ্ড নেশা। যে নেশায় আমি পুরোপুরি আসক্ত। কাটিয়ে উঠতে পারিনা এমন কঠিন আসক্ত থেকে। অথচ তবুও তোমাকে কাছে পেতে মন চায়। মন চায় প্রতিনিয়ত তোমাকে আলিঙ্গন করি। মিশে যাই তোমার দৈহিক সৌন্দর্যের মাঝে। বলতে পারো কেন এত মায়াবী তুমি? কেন এত কাছে টানো আমাকে? কেন এত পরাভূত করো প্রতি মুহূর্তে? বলতে পারো আমার কী দোষ? আমিতো তোমাকে ছাড়া আর কিছু ভাবনায় আনতে পারিনা। আমিতো কিছু ভাবতে পারিনা তোমাকে ছাড়া। তোমার একটু বিরহ আমার বেঁচে থাকার অন্তরায় হয়। মনে হয় শামুকের মতো দরজা বন্ধ করে বেঁচে আছি একলা আমি।

শুকনো ফুলের স্নান

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী
Website: www.ichchashakti.com